১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ভাষা ও ধর্ম নিয়ে তৈরি হয় দ্বি-জাতি তত্ব। আর এই দ্বি-জাতি তত্তের প্রবক্তা ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ | তিনি স্বাধীনতার কয়েকদিন পরে গণপরিষদে বললেন, " মুসলিম, হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রিষ্টান কিংবা পান্জাবি-বাঙালি-সিন্ধি-পাখতুন পরিচয় ভুলে সবাইকে এখন এক পাকিস্তানি হতে হবে।" উর্দুর উপর জোর এবং অন্যান্য ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতি: বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিন্তু তৎকালীন বাঙালিরা তা মেনে নেন নি। ভাষাবিদ ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ এবং অন্যান্য ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকরা এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন | এক ভাষণে শহিদুল্লাহ বলেন “আমরা হিন্দু মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি " তাই বাঙালি সমাজ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করে।

১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন " পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু” এ কথা শোনার সাথে উপস্থিত ছাত্ররা " না না না " ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানায় সাথে শিক্ষকরাও এর প্রতিবাদ জানায় । কারণ পাকিস্তানের তৎকালীন জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ যার মধ্যে বাঙালি ৪ কোটি ৪০ লক্ষ | তাই বাঙালিরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে অনড় থাকে। তাই ছাত্রদের নিয়ে গড়ে উঠে সর্বদলীয় সাংগ্রাম পরিষদ। সংগঠনটির নেতৃতে হলেন কাজী গোলাম মাহবূব গাজিউল হক, আবদুল মতিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারাদেশে হরতাল ডাকা হলে অলি আহাদ, শেখ মুজিবুরসহ বেশিরভাগ নেতা গ্রেফতার হয় কিনতু এরপরেও আন্দোলন থেমে থাকে নি। আন্দোলন আরও তীব্র হয়। অবশেষে আন্দোলনটি চূড়ান্ত রুপ লাভ করে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। সেদিন ছাত্রদের আন্দোলনে বাধা দিতে মৃখ্যমন্ত্রী নুরুল হক ১৪৪ ধারা জারি করেন কিন্তু ছাত্রসমাজ তা মেনে নেন নি, তারা আন্দোলন করবেই ।

আবদুল মতিন ও গাজীউল হকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদালিয়ের মেডিকেলের সামনে তাদের আন্দোলন শুরু করে । আন্দোলন একটু সামনে এগুতেই পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ করে নিহত হয় সালাম, রফিক , বরকতসহ অনেকে । কিন্তু এ বর্বরতার পরেও ছাত্র সমাজ চুপ করে বসে থাকে নি। পরের দিন আবার শুরু করে আন্দোলন: মারা যায় ভাষা সৈনিক শফিউর রহমান এবং ৯ বছরের কিশোর অলিউল্লাহ্। এভাবেই হার না মেনে জয়ের আশায় ভাষার জন্য আন্দোলন চলতেই থাকে। কারণ তারা জানত বাঙালি জাতি কখনো হারতে জানে না। বিজয় একদিন আসবেই। অবশেষে সেই সময় আসলো। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিল। আর এভাবে এত বছরের সংগ্রামের ফল পাওয়া গেল।

Scanned with CamScanner

আমাদের বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা দিবস পালন

২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে আমাদের দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো জাতিয় দিবস আগের মত জাক জমক ভাবে পালন করার কোনো নির্দেশনা ছিলোনা। তাই করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের বিদ্যালয়ে এ বছর মাতৃভাষা দিবস সেইভাবে পালন করা সম্ভব হয় নি। তবে কিছু কার্যক্রম সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে পালন করা হয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা শহীদ মিনারে গিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সকলে। তারপর শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে ফিরে আসে। সকাল ১০:০০ ঘটিকায় একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে। সেখানে সকলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করে। এবংস্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে। বিদ্যাললে হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত পানি রাখা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত হতে দেওয়া হয়নি কিছু সংখ্যাক শিক্ষার্থী নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে আমরা **সপ্তম শ্রেনির** কয়েকজন উপস্থিত ছিলাম। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে শিক্ষকরা ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদর মধ্যে সীমিত পরিসরে চিত্রাঙ্কন, ও রচনা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতা শেষে ভাষা শহীদদের মাগফেতার কামনা করে একটি দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের বিদ্যালয়ের ধর্মিয় শিক্ষক দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এবং দোয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে আমাদের সর্বশেষ মাতৃভাষা দিবস পালন শেষ হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner